দৈনিক খবর

তারিখ 08 MAR 1994
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিদ্যালয়ে অব্যবস্থা

নিউ মডেল স্কুল ঢাকার মিরপুর রোডের শুক্রাবাদ এলাকায় অবস্থিত। ১৯৭৬ সালে এই স্কুলটি স্থাপিত হয়। স্কুলটির ছাত্র সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। কিন্তু গত ৪/৫ বছর যাবৎ ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ায় বিপুল-সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে আসে। আর এই সুযোগে স্কুলের কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের টাকা-পয়সার হার মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। এক ক্লাশ হতে আর ক্লাশে উঠলেই নতুন ক্লাশে প্রচুর পরিমাণ টাকা লাগে। এছাড়া প্রতিবছর অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বেতন বৃদ্ধি করার প্রবণতা তো রয়েছেই। ক্লাশ থ্রী'র বেতন ৬০ টাকা এবং বাড়তে বাড়তে ১০ম ক্লাশের বেতন ১০০ টাকা। স্কুলটিতে প্রায় ৩/৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন অজুহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেয়া হয়। নির্মাণ ভাতা, উন্নয়ন ভাতা, খেলাধূলা জরিমানা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি খাতে উচ্চহারে টাকা নেয়া হয়। খেলাধূলার টাকা নেয়া হলেও খেলাধূলার আয়োজন করা হয় না। চলতি মাসের বেতন ১৫ তারিখের মধ্যে না দিলে জরিমানা করা হয়।

তাছাড়া ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় বিভিন্নভাবে টাকা আদায় করা হয়। কোচিং না করলেও কোচিং ফি দিতে হয়। মার্চ মাসে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও ৬ মাসের বেতন দিতে হয়।

এসএসসি পাস করার পর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মার্কশীট ও সার্টিফিকেটের জন্যও টাকা আদায় করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। আমার জানা মতে, পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় মার্কশীটে ও সার্টিফিকেটের টাকা নেয়া হয়। কিন্তু তারপরও প্রতি মার্কশীট বাবদ ৪০ টাকা আদায় করার যৌক্তিকতা কোথায়? এর ফলে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় ফেল করেছে তারা কোন্ বিষয়ে ফেল করেছে তাও দেখতে পারে না। ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও ৪০ টাকা জমা দিয়ে মার্কশীট উঠাতে হয়। কিন্তু যে ছাত্র ফেল করেছে তার কি ৪০ টাকা দিয়ে মার্কশীট তোলার মন মানসিকতা থাকে?

এই স্কুলের আশেপাশে আর কোন বেসরকারী স্কুল নেই বিধায় এলাকার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীই এই স্কুলে ভর্তি হতে আসে। আর এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন স্কুলের কর্তৃপক্ষ।

শিক্ষা প্রসারের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনেক নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেছে কিন্তু এর প্রয়োগ আছে বলে মনে হয় না। যদি প্রয়োগ হতো তাহলে নিউ মডেল স্কুলের মত একটি বেসরকারী স্কুলে এত অনিয়মও চলতে পারতো না। উচ্চহারে বেতন না দিতে পারার কারণে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে।

তাই এ ব্যাপারে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

মোঃ শাহ্ জামাল
পশ্চিমরাজাবাজার
তেজগাঁও, ঢাকা।